১০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC 06 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চবিতে সেশনজট বাড়ছেই

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, *চবি থেকে*

ঘন ঘন হরতাল, ধর্মঘট, ছাত্র সংঘর্ষ ও নির্ধারিত বন্ধের যাঁতাকলে পড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট বাড়ছেই। দীর্ঘায়িত হচ্ছে ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন। আসন্ন রমজান উপলক্ষে ঘনিয়ে আসছে আরও একটি দীর্ঘ ছুটি। এই বন্ধের ফলে সেশনজট আরও এক ধাপ বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে সোয়া মাস এ নির্ধারিত বন্ধের কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে তিন থেকে চার বছরের সেশনজট রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ছাত্র ধর্মঘট, অবরোধসহ বিরোধী দল আহূত হরতালের কারণেই এই সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্ধারিত-অনির্ধারিরত বন্ধের কারণে কেবলমাত্র চলতি বছরই ১১ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৪ মাস। বাকি ৭ মাসই বন্ধ ছিল। চলতি বছরের মাঝামাঝিতে সেশনজট নিরসনকল্পে দীর্ঘমেয়াদী নির্ধারিত ছুটির মেয়াদ কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হলেও শিক্ষকগণের মতবিরোধের কারণে তা সম্ভব হয়নি।

সূত্র মতে, বিরাজমান সেশনজটের ব্যাপারে নবীন ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত। কেননা পূর্বের তিন বছরের অনার্স কোর্সের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে এখন চার বছরে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে পূর্বের তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করতে সময় লাগে ৮ থেকে ৯ বছর।

ফলে ছেলেমেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা জীবনের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে প্রচণ্ড হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। এই জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে অনেক অভিভাবক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্বাভাবিক পাঠ দানের বাইরে স্বল্পমেয়াদী পাসকোর্সের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছেন।